০১ মার্চ ২০১৫

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

রাজনৈতিক সহিংসতার ভয়াবহতাঃ চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

নারীর প্রতি সহিংসতা

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

***অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান**

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন অধিকার ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

রাজনৈতিক সহিংসতার ভয়বহতাঃ চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১-২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতায় মোট ৩৮ জন নিহত ও ৭১৪ জন আহত হয়েছেন। নিহত ৩৮ জনের মধ্যে হরতাল ও অবরোধের সময় পেট্রোল বোমা হামলা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে ৩১ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৪ জন ও দুবৃর্ত্তদের হাতে ৩ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। আহত ৭১৪ জনের মধ্যে হরতাল ও অবরোধের সময় পেট্রোল বোমা হামলা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে ৩০৯ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৯৭ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে বিএনপি'র ২৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অন্যান্য ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৮৩ জন। এছাড়া এই মাসে আওয়ামী লীগের ২৫টি এবং বিএনপি'র ২টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।

২. ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের[১] এক বছর উপলক্ষে ৫ জানুয়ারি ২০১৫ তে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' পালন করার জন্য সভা-সমাবেশ করতে চাইলে সরকার সভা-সমাবেশের অনুমতি না দিয়ে বরং ৩ জানুয়ারি থেকে বিএনপি'র চেয়ারপার্সন ও ২০ দলীয় জোটের নেতা খালেদা জিয়াকে তাঁর রাজনৈতিক কার্যালয়ে আটকে রাখে পুলিশ। ৫ জানুয়ারি গুলশানে নিজের কার্যালয়ে অবরুদ্ধ খালেদা জিয়া ২০ দলীয় জোটের কর্মসূচি পালন করতে গেটের বাইরে বের হতে চাইলে পুলিশ গেট তালাবদ্ধ করে রাখে। এই সময় তিনি সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধের ডাক দেন। ৫ জানুয়ারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতার, হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন জেলায় এবং এরপর সারা দেশে হরতালের কর্মসূচিও দেয় ২০ দলীয় জোট। এই অবরোধ এবং হরতাল এখনও চলছে। হরতাল ও অবরোধ চলাকালে দেশের বিভিন্ন জায়গায় দুর্বৃত্তরা বোমা হামলা করে, যানবাহন ভাংচুর করে এবং অনেকগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। নারী ও শিশুসহ সাধারণ মানুষ পেট্রোল বোমায় আহত ও নিহত হন। বোমা হামলার দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে সরকার ও ২০ দলীয় জোট একে অপরকে দায়ী করেছে। যদিও উভয় পক্ষের নেতাকর্মীরা পেট্রোল বোমাসহ আটক হচ্ছেন। তবে পেট্রোল বোমাসহ আটক আওয়ামী লীগের কর্মীদের ছেড়ে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে সরকার বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাসহ ২০ দলীয় জোটের কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।[২] ফলে জেলখানাগুলো রাজনৈতিক বন্দীদের দিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছে ও ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দী হওয়ার কারণে বন্দীরা মানবেতরভাবে জেলখানাগুলোতে অবস্থান করছেন। দেশের বিভিন্ন জেলায় যৌথবাহিনীর অভিযান চলছে। যৌথ বাহিনীর অভিযানের কারণে বহু পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। এছাড়া পুলিশের উপস্থিতিতে দুবৃর্ত্তরা বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাড়ি ঘরে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করছে এবং লুটপাট চালাচ্ছে

[১] ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ তাদের নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনকৃত বেশিরভাগ দলই অংশগ্রহণ করেনি। এতে করে নির্বাচনের আগেই নজিরবিহীনভাবে সর্বমোট ৩'শ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনেই সরকারি দল আওয়ামীলীগ ও আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন জোটের সমর্থকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

[২] যুগান্তর ১৯ জানুয়ারি ২০১৫

বলে অভিযোগ রয়েছে।[৩] ক্ষমতাসীন দলের উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটকে কঠোরভাবে দমন করার জন্য তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে নির্দেশনা দিচ্ছেন, এর ফলে ব্যাপকহারে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুলি করে আহত করা, গুম করার মত ঘটনাগুলো ঘটছে। এরই মধ্যে বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয়ের বিদুৎ, ইন্টারনেট, ক্যাবল লাইন ও মোবাইলের নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯ ঘন্টা পর বিদুৎ সংযোগ ফিরিয়ে দেয়া হলেও ইন্টারনেট ও ক্যাবল লাইন এখনও বন্ধ আছে বলে জানা গেছে। কার্যালয়ে অবস্থানরত দলীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিয়ে যাওয়া খাবার দায়িত্বরত পুলিশ ভেতরে নিতে দিচ্ছে না। খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া অনেককেই দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না এবং যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছেন, তাঁদের অনেককেই সেখান থেকে বের হবার পর গ্রেফতার করা হয়েছে। ২০ দলীয় জোটকে সরকার মিছিল-সভা-সমাবেশ করতে না দিলেও মন্ত্রী ও সরকার দলীয় কর্মীরা পুলিশি পাহারায় খালেদা জিয়ার কার্যালয়ের সামনে এবং সারাদেশে সভা-সমাবেশ করছে।[৪] চলমান ভয়াবহ রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে দেশের জনগণ আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

পেট্রোল বোমার ভয়াবহতা

৩. বর্তমানের চলমান রাজনৈতিক সহিংসতায় যানবাহনে পেট্রোল বোমা মেরে ও আগুন লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে হত্যা ও দগ্ধ করা হচ্ছে।

৪. গত ৪ ফেব্রুয়ারি আনুমানিক রাত ১০ টায় কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার জগন্নাথদীঘি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মানিক, যুবলীগ কর্মী বাবুল এবং কায়েস পেট্রোল বোমাসহ ঐ এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ তাঁদের আটক করে চৌদ্দগ্রাম থানায় নিয়ে যায় বলে স্থানীয় জনগণ জানান। পরে তাঁদের কয়েক ঘন্টা পর থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম উপজেলার জগমোহনপুরে বাসে পেট্রোল বোমা ছোঁড়া হলে দুইজন মহিলাসহ সাতজন মারা যান এবং ২৬ জন আগুনে গুরুতর দগ্ধ হন।[৫]

৫. গত ৫ ফেব্রুয়ারি বগুড়ার বাইপাস সড়কের বোলাইল এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে দুবৃর্ত্তরা একটি ট্রাক লক্ষ্য করে ককটেল ও পেট্রোলবোমা হামলা চালায়। এতে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের একটি ওয়ার্কশপে থাকা ২টি বাসে ধাক্কা দেয়। আগুনে ট্রাকসহ ২টি বাসই পুড়ে যায়। আহতদের বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে নেয়ার পর ট্রাকের চালক পলাশ ও পান ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম মারা যান।[৬]

৬. গত ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সীচা থেকে রাত আনুমানিক ৯ টায় নাপু পরিবহনের একটি বাস পুলিশের প্রহরায় ৫০-৬০ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রাত আনুমানিক ১১টায় গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী সড়কের পল্লী বিদুৎ কার্যালয়ের সামনে দুর্বৃত্তরা বাসটিতে পেট্রলবোমা ছোঁড়ে। এতে বাসটিতে আগুন ধরে যায়। এই সময় আগুনে পুড়ে সৈয়দ আলী (৪২), হালিমা বাওয়া (৫০), সুমন মিয়া (১২) ও রানী (৭) মারা যান। পরে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে সোনাভান বেগম (২৮), সুজন (১৩), আবুল কালাম আজাদ (৪০) ও সাজু মিয়া (২৫) মারা যান। এই ঘটনায় অন্তত ৩০ জন যাত্রী দগ্ধ হন।[৭]

---

[৩] মানবজমিন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[৪] মানবজমিন, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[৫] নিউএজ, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[৬] মানবজমিন, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[৭] প্রথম আলো, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এবং যুগান্তর ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

৭. গত ১৩ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে দিনাজপুর-ঢাকা মহাসড়কের মতিহারা বাজারে একদল দুবৃর্ত্ত যানবাহন লক্ষ্য করে পেট্রলবোমা ছোঁড়ে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও স্থানীয় কর্তব্যরত পুলিশ পেট্রোল বোমাসহ হাতেনাতে নবাবগঞ্জ উপজেলার পুটিমারা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক উজ্জল ও স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা জোবায়েরকে ধরে ফেলে। পরে নবাবগঞ্জ থানা পুলিশ আওয়ামী লীগ নেতাদের তদবীরে আটক ছাত্রলীগের দুইজনকে ছেড়ে দেয়।[৮]

৮. গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বরিশালের বাকেরগঞ্জ থানার একটি ইউনিয়ন যুবদল সভাপতি মোহাম্মদ শাহনেওয়াজকে র‍্যাব নগরীর সাগরিকা স্টেডিয়াম রোডের পাঠানপাড়া এলাকা থেকে তিনটি পেট্রোল বোমা ও এক লিটার পেট্রোলসহ গ্রেফতার করে।[৯]

ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার

৯. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১০. নিহত ৩৭ জনের মধ্যে ৩০ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এরমধ্যে ৮ জন র‍্যাবের হাতে, ২০ জন পুলিশের হাতে এবং ২ জন বিজিবি'র হাতে নিহত হয়েছেন।

১১. একই সময়ে ৪ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

১২. এই সময়ে ১ জনকে শ্বাসরোধ করে পুলিশ হত্যা করেছে বলে জানা গেছে।

১৩. এছাড়া ২ জন ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে নিহত হয়েছেন বলে পুলিশ দাবি করলেও তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে পুলিশ তাঁদের ধরে নিয়ে যায় এবং নিহতরা পুলিশের হেফাজতেই ছিলেন।

নিহতদের পরিচয় ঃ

১৪. নিহত ৩৭ জনের মধ্যে ৯ জন বিএনপি'র নেতা-কর্মী, ৯ জন জামায়াতে ইসলামী ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতা, ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, ১ জন শ্রমিক, ১ জন মোবাইল সার্ভিস সেন্টারের কর্মচারী, ৪ জন যুবক এবং ১২ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

১৫. ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হওয়া অতিসংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্তমানেও বিরাজ করছে। অভিযোগ রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ তালিকা ধরে ধরে গ্রেফতার করে মোটা অংকের টাকা দাবি করছে। টাকা পাওয়া গেলে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দেয়া হচ্ছে। না হলে তাঁদের কথিত ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হচ্ছে।[১০] এইভাবে আইনের উর্দ্ধে উঠে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশে আইনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে। নিচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলোঃ

১৬. গত ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনের প্রশিকা ভবনের সামনে থেকে এসআই তৌহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে পল্লবী থানার সিভিল টিম বিএনপি'র প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের ভাগ্নে নাহিদকে তুলে নিয়ে যায়। পরে সন্ধ্যায় একটি মুঠোফোন নম্বর থেকে নাহিদের বাবা সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার জিম এম সাঈদকে ফোন করে বলা হয় নাহিদ পল্লবী থানার হেফাজতে আছে এবং তিনি যেন এসে নাহিদকে নিয়ে যান। এই খবর পেয়ে তিনি থানায় গেলে পুলিশের তথ্যদাতা তারেক নাহিদের বাবা জিম এম সাঈদকে থানার পেছনে ৯ নম্বর রোডে আসতে বলে। সেখানে যেয়ে তিনি পুলিশের সিভিল টিমের গাড়ীতে (ঢাকা মেট্রো

[৮] নয়াদিগন্ত, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[৯] ইত্তেফাক, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[১০] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

চ-১৩-৪৭৬৮) এস আই তৌহিদুল ও আরেফিনকে দেখতে পান। এই সময় টিমের লোকজন বলে পাঁচ লাখ টাকা দিলে আপনার ছেলেকে ছেড়ে দেয়া হবে। জিএম সাঈদ ২০ হাজার টাকা নিয়ে গেলে সিভিল টিম নাহিদকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি। পুলিশের তথ্যদাতা তারেক এক লাখ টাকা নিয়ে ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে থানায় যেতে বলে। নাহিদের বাবা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে গেলে এস আই তৌহিদুল ও আরেফিন তা নিতে রাজি হননি। ৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশ যে মোবাইল ফোন থেকে যোগাযোগ করেছিল, সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। নাহিদের পরিবার এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও তার খবর পায়নি। গত ৭ ফেব্রুয়ারি নাহিদের বাবা পল্লবী থানায় গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে যেতে বলেন। এরপর মর্গে যেয়ে জি এম সাঈদ তাঁর ছেলে নাহিদের গুলিবিদ্ধ লাশ দেখতে পান।[১১]

১৭. গত ২ ফেব্রুয়ারি ভোর রাত আনুমানিক চারটায় যশোর জেলার মণিরামপুর থানার এএসআই তাসনিম জাতীয়তাবাদী যুবদলের দুই কর্মী ইউসুফ আলী এবং লিটনের লাশ যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, এঁরা পেট্রোলবোমা ছুঁড়তে যাবার সময় ট্রাক চাপায় মারা গেছেন। ইউসুফের বাবা আবদুল আজিজ বলেন, ২ ফেব্রুয়ারি রাত অনুমানিক ১২.৩০টায় পুলিশ পরিচয়ে সাদা পোশাকধারী একদল লোক বাড়ি থেকে ইউসুফকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। ইউসুফের মা রওশন আরা বলেন, "ছেলের খোঁজে সকালে মণিরামপুর থানায় যাই। সেখানে গিয়ে শুনি আমার ছেলে যশোর হাসপাতালে। হাসপাতালে এসে ছেলের মৃতদেহ দেখতে পাই"। রওশন আরা দাবি করেন, পুলিশই তাঁর ছেলেকে ধরে নিয়ে খুন করেছে; সড়ক দুর্ঘটনার কথা সাজানো। নিজেকে নিহত লিটনের ফুপাতো ভাই পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি যশোর জেনারেল হাসপাতাল মর্গের সামনে সাংবাদিকদের বলেন,"২ ফেব্রুয়ারি রাতে পুলিশ লিটনকে বিনা অপরাধে ধরে নিয়ে যায়। পরে তার লাশ পাই যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে"। পুলিশই যে ইউসুফ ও লিটনকে ধরে আনে তা মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রামের অনেকেই উপস্থিত সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন। ভয়ে কেউ পুলিশের নাম প্রকাশ করতে চাননি। গ্রামবাসীরা জানান, নিহত ইউসুফ কাঁচামালের ব্যবসা করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার কোনো অভিযোগ নাই। আর লিটন একটি চায়ের দোকান চালাতেন। মাঝে মধ্যে নিজের মোটরসাইকেলে যাত্রী বহন করে বাড়তি আয় করতেন তিনি। গত ২ ফেব্রুয়ারি রাতে বাড়ি ফেরার পথে মণিরামপুর কলেজের পাশে জালঝাড়া এলাকা থেকে লিটনকে আটক করে পুলিশ। মর্গে রাখা লাশ দুটি দেখে মনে হচ্ছিল যে, দুই যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তবে মণিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোল্লা খবিরউদ্দিন নিহতদের স্বজন, এলাকাবাসী ও অন্যদের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।[১২]

গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার

১৮. গত ২৩ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত আনুমানিক দেড়টায় সুমন রবি দাস, রবিন হোসেন ও জুয়েল নামে তিন তরুণের লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে পুলিশ। কাজীপাড়ার বাইশবাড়ী এলাকায় ২২ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক ১০ টায় তাঁদের গুলি করে হত্যা করা হয় বলে জানা গেছে।[১৩] সুরতাহাল প্রতিবেদনে মিরপুর থানার এস আই মাসুদ পারভেজ উল্লেখ করেন, তিনজনের মধ্যে একজনের দেহে ২২টি, একজনের দেহে ১৭টি এবং অপরজনের দেহে ১৫টি গুলির ক্ষত রয়েছে।[১৪] মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সালাহউদ্দিন খান বলেন, শেওড়াপাড়া এলাকা থেকে ওই তিন তরুণকে তিনটি ককটেল, চার লিটার পেট্রোলসহ জনতা আটক করে। এরপর তাঁদের মিরপুর থানাধীন বাইশবাড়ী এলাকায় নেয়া হয়। সেখানে বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁদের পিটিয়ে ও

[১১] প্রথম আলো, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[১২] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৩] প্রথম আলো ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[১৪] প্রথম আলো ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

গুলি করে হত্যা করে। ঘটনাস্থলের আশেপাশের লোকজন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ২২ ফেব্রুয়ারি রাতে এখানে গণপিটুনির কোন ঘটনা ঘটেনি। রাত আনুমানিক পৌনে দশটায় অপরিচিত ১০-১২ জন লোক ওই তিন তরুণকে বেঁধে অন্ধকার গলিতে ঢোকে। কিছুক্ষণ পর গলি থেকে এক সঙ্গে প্রচুর গুলির শব্দ শোনা যায়। প্রায় এক ঘন্টা পর লোকগুলো তিন তরুণের লাশ ফেলে চলে যায়। পরে গভীর রাতে পুলিশ এসে গাড়িতে করে লাশগুলো নিয়ে যায়। এলাকার আরও কয়েকজন বাসিন্দা জানান, গণপিটুনি হলে তাঁরা লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতেন। কিন্তু তাঁরা শুনেছেন শুধু গুলির শব্দ।[১৫] রবিন হোসেনের দাদা মোঃ বিপ্লব আলম *অধিকারকে* জানান, ২২ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক ১০.৩০ টায় রবিনসহ সুমন ও জুয়েলকে কিছু লোক ধরে নিয়ে গেছে। পরদিন সকালে ২৩ ফেব্রুয়ারি রবিনের বাসা থেকে তাঁকে ফোন করে জানানো হয় রবিন বাসায় ফিরেনি। এরপর তিনি রবিনের গ্রামের বাড়ি পাবনার চাটমোহরসহ বিভিন্ন জায়গায় আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে খোঁজ নিতে থাকেন। দুপুরে তাঁর এক ভাগ্নে তাঁকে ফোন করে বলেন কিছুক্ষণ আগে অজ্ঞাত দুই যুবক তাঁকে জানিয়েছে রবিন, জুয়েল ও সুমন মারা গেছে। এর কিছুক্ষণ পর টিভিতে সংবাদ দেখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে গিয়ে তিনি লাশ শনাক্ত করেন। লাশ নিয়ে মিরপুর আসার পর স্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে জানান ডিবির লোকরা তাঁদের ধরে নিয়ে যায়।[১৬] সুমন রবি দাস ও রবিন হোসেনের পরিবারের অভিযোগ পুলিশ তাঁদের ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। নিহতদের মধ্যে রবিন হোসেন লেগুনা ও সুমন দাস প্রজাপতি পরিবহনের চালকের হেলপার ছিলেন।[১৭]

আটকের পর আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের পায়ে গুলি করার প্রবণতা

১৯. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে ফেব্রুয়ারি মাসে ১৬ জন ব্যক্তিকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আটকের পর পায়ে গুলি করেছে বলে জানা গেছে।

২০. বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে বিরোধীদলীয় ব্যক্তিদের দমন করার পাশাপাশি পুলিশ ও র‍্যাব সাধারণ মানুষদের ওপরও হামলা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এইক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষকারী বাহিনীগুলোর ব্যাপারে দায়মুক্তি বহাল থাকার কারণে অভিযুক্তদের পায়ে গুলি করার একটি নতুন প্রবণতা তৈরী হয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেজনক। ইতিমধ্যেই আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন।

২১. গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক সাড়ে আটটায় পুরানো ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র নয়ন বাছার ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে থেকে মীরহাজীরবাগ যাওয়ার জন্য বাসে ওঠেন। এই সময় বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটলে নয়ন বাছার বাস থেকে নেমে পড়ায় পুলিশ তাঁকে আটক করে জিজ্ঞেস করে তিনি জামায়াত-শিবির এর সঙ্গে সম্পৃক্ত কি-না। নয়ন নিজের নাম বলেন এবং নিজেকে হিন্দু[১৮] সম্প্রদায়ের লোক বলে পরিচয় দেন। কিন্তু সাদা পোশাকের পুলিশ তৎক্ষণাৎ নয়নের হাঁটুর ওপরে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় নয়ন পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হন। নয়নের চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে তাঁর দরিদ্র পরিবার হিমশিম খাচ্ছে।[১৯]

২২. গত ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ টায় ঢাকার বঙ্গবাজারে সিঙ্গাপুর প্রবাসী আবদুর রহমান (৩০) ও ব্যবসায়ী মামুন (৩৫) কে ধরে পায়ে গুলি করে পুলিশ। আহতাবস্থায় তাঁদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত আবদুর রহমান জানান, কিছুদিন আগে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর দেশে এসেছেন। তিনি ঢাকার শাহবাগে ব্যক্তিগত কাজে এসেছিলেন। কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে বঙ্গবাজারে ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শুনে দৌড়ে নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করেন। এই সময় পুলিশ তাঁকে আটক করে তাঁর ডান পায়ে গুলি

[১৫] প্রথম আলো, ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[১৬] অধিকার এর সংগ্রীহত তথ্য
[১৭] যুগান্তর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[১৮] জামায়াত-এ-ইসলামী ও তার ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল
[১৯] মানবজমিন ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

করে। অপর গুলিবিদ্ধ মামুন জানান, তিনি ইমিটেশন জুয়েলারির ব্যবসা করেন। কেরানীগঞ্জে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ভয়ে দৌড় দিলে পুলিশ তাঁকে ধরে অস্ত্র ঠেকিয়ে তাঁর বাম পায়ে গুলি করে।[২০]

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

২৩. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে ৭ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে; যাঁদের মধ্যে ৩ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ১ জনকে গুম হওয়ার পর পরবর্তীতে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

২৪. বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গুমের ঘটনা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, তাঁদের স্বজনদের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই ধরে গুম করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে গিয়ে হস্তান্তর করছে বা তাঁর লাশ পাওয়া যাচ্ছে। নিচে দুটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ

২৫. গত ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা রফিকুল ইসলাম খানের ছেলে বর্তমানে এসএসসি পরিক্ষার্থী রিফাত আবদুল্লাহ খান (১৭) ঢাকার উত্তরা হাই স্কুলে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার পরই অজ্ঞাত ব্যক্তিরা একটি মাইক্রোবাসে করে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এই ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকে র‍্যাব-ডিবি এবং থানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা রিফাত আবদুল্লাহ খানকে আটকের ব্যাপারটি অস্বীকার করে। রিফাতের পারিবারিক সূত্র জানায় যে, তাঁরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই রিফাতকে তুলে নিয়ে যায়। জানা গেছে রিফাতকে নিয়ে পুলিশ তার কয়েকজন আত্মীয়ের বাসায় অভিযান চালায়।[২১] গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা মহানগর পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা রিফাতকে আটকের কথা স্বীকার করে বলেন, রিফাত বর্তমানে মিন্টো রোডের গোয়েন্দা হেফাজতে রয়েছে।[২২] রিফাতের বিরুদ্ধে গত ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে গোয়েন্দা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর তোফাজ্জল হোসেন বাদী হয়ে পল্লবী থানায় তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭/১ ও ২ উপধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। গত ২২ ফেব্রুয়ারি রিফাতকে আদালতে হাজির করে তিন দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ।[২৩] এরপর পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত আরো ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রিফাতকে আদালতে পুনরায় হাজির করা হলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।[২৪]

২৬. গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক ১ টায় পল্লবী থানা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নূর আলমকে গাজীপুরের বড় ভাইয়ের বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে আনুমানিক ১০ জন অস্ত্রধারী সাদা পোশাকের ব্যক্তি। এরপর থেকে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নূর আলমের স্ত্রী রীনা আলম অভিযোগ করেন, বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দেয়া অস্ত্রধারীরা সকালে জয়দেবপুর থানায় খোঁজ নিতে বলেন। কিন্তু থানা, হাসপাতাল, গোয়েন্দা অফিস কোথাও খোঁজ করে তাঁরা নূর আলমের বিষয়ে জানতে পারেননি। নূর আলমকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় ওই বাড়িতে অবস্থান করা সবার মোবাইল ফোনও নিয়ে যায় অস্ত্রধারীরা। রীনা বলেন চলমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পুলিশি হয়রানী এড়াতে নূর আলম তাঁর

[২০] নয়াদিগন্ত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[২১] নয়াদিগন্ত, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[২২] মানবজমিন, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[২৩] মানবজমিন, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[২৪] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

বড় ভাইয়ের বাড়িতে আত্মগোপনে ছিলেন। ভিকটিম পরিবারের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে জয়দেবপুর থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করা হয়েছে।[২৫]

মাহমুদুর রহমান মান্নাকে আটকের একুশ ঘন্টা পর থানায় হস্তান্তর

২৭.গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটায় নাগরিক ঐক্যের[২৬] আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাকে বনানীর একটি বাসা থেকে গোয়েন্দা পুলিশের পরিচয়ে একটি দল তুলে নিয়ে যায় বলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে ঢাকা মহানগর পুলিশ এবং গোয়েন্দা পুলিশ মান্নাকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। পরিবারের লোকজন ২৪ ফেব্রুয়ারি সারা দিন খোঁজ করেও মান্নার কোন খবর জানতে পারেননি। পুলিশ আটকের খবর অস্বীকার করার পর মান্নার পরিবারের পক্ষ থেকে বনানী থানায় একটি জিডি করা হয় এবং মাহমুদুর রহমান মান্নার স্ত্রী মেহের নিগার মান্নাকে হাজির করার জন্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দাখিল করার প্রস্তুতি নেন। এরপর ২৪ ফেব্রুয়ারি আনুমানিক রাত ১২ টায় র‍্যাব সদস্যরা মান্নাকে গুলশান থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে এবং দাবি করে যে, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত ১১ টায় তারা ধানমণ্ডির স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টের কাছ থেকে মান্নাকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী মেহের নিগার বিবিসিতে দেয়া সাক্ষাৎকারে বিষয়টি মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন। মান্নার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উস্কে দেয়ার অভিযোগে দণ্ডবিধির ১৩১ ধারায় গুলশান থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকা ও অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির সঙ্গে মোবাইল ফোনে মান্নার কথোপকথন ফাঁস হওয়ার পর ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে তাঁকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।[২৭] গত ২৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশ মান্নাকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানালে মহানগর হাকিম মাহবুবুর রহমান তা মঞ্জুর করেন।[২৮]

গণগ্রেফতার ও কারা পরিস্থিতি

২৮.আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানুয়ারির ৫ তারিখের আগে থেকেই সারাদেশে ২০ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার অভিযান চালাতে থাকে, যা এখনও অব্যাহত আছে।[২৯] বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাসহ ২০ দলীয় জোটের ১৩ হাজার নেতাকর্মীকে নাশকতায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।[৩০] পুলিশ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের গ্রেফতার করে হয়রানি করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩১] এই গণগ্রেফতারের ফলে দেশের কারগারগুলোতে অসম্ভব রকম চাপ বেড়েছে এবং মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। দেশের মোট ৬৮টি কারাগারের সর্বমোট ধারণ ক্ষমতা ৩৪ হাজার ১৬৭ জন হলেও গণগ্রেফতারের ফলে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সেখানে ছিল ৭৫ হাজার বন্দী।[৩২] মাত্রাতিরিক্ত বন্দি সামলাতে কারা কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। কারা কর্তৃপক্ষের আশংকা এই পরিস্থিতিতে খুব তাড়াতাড়িই বন্দীর সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যাবে। সূত্র মতে, এরই মধ্যে কারাগারগুলোতে খাদ্য, চিকিৎসা, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সংকট দেখা দিয়েছে। ১০০ জনের কক্ষে রাখা হয়েছে ৪০০ জনকে। বাথরুম ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে অনেক আগেই। ফলে মারাত্মক পরিবেশ ও

[২৫] মানবজমিন, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[২৬] নাগরিক ঐক্য নাগরিক আন্দোলনের একটি সংগঠন
[২৭] প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫/ প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[২৮] প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[২৯] মানবজমিন, ২২ জানুয়ারি ২০১৫
[৩০] প্রথম আলো, ১২ ফেব্রুয়ারি
[৩১] যুগান্তর, ১৯ জানুয়ারি ২০১৫
[৩২] নিউএজ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। বন্দীদের অধিকাংশই নির্ঘুম রাত্রিযাপন করছেন। অনেক কারাগারে তাঁবু টানিয়ে তাতে বন্দী রাখা হয়েছে। এদিকে আদালত সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ জানুয়ারি থেকে ঢাকার সিএমএম আদালতের অধীনে যতগুলো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট রয়েছে, সেগুলোর কোনটাতেই হরতাল-অবরোধ সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতারকৃতদের জামিনের আবেদন বিবেচনা করা হচ্ছে না।[৩৩] এছাড়া কারাগার গেট থেকেই জামিনে মুক্তি পাওয়া বন্দীদের পুনরায় গ্রেফতার করা হচ্ছে।[৩৪] বন্দীদের সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় বেশীর ভাগ স্বজনকেই এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ও হতাশাগ্রস্ত দেখা যায়। আকবর আলী নামে এক মুদি দোকানদার গণগ্রেফতারের শিকার হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন। গত ১০ ফেব্রুয়ারি তাঁর ভাই আবুল কাশেম দেখা করে ফেরার সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি জানান, জেলে তাঁর ভাই ভীষণ কষ্টে আছেন। এরমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। নয় দিনের মধ্যে এক ঘন্টাও ঘুমানোর সুযোগ না পেয়ে তাঁর ভাই মানসিক রোগীর মতো হয়ে গেছেন।[৩৫]

যুবদল নেতার বৃদ্ধা মাকে থানায় আটক

২৯. গত ২৪ ফেব্রুয়ারি লক্ষীপুর সদর উপজেলার দত্তপাড়া ইউনিয়নে বড়ালিয়া গ্রামে দেওয়ানজি বাড়ি এলাকায় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অভিযান চালায়। এই সময় দত্তপাড়া ইউনিয়ন ওয়ার্ড যুবদল সভাপতি সুমনকে আটক করতে না পেরে তাঁর ৬০ বছর বয়সী বৃদ্ধা মা শামসুন্নাহারকে আটক করে চন্দ্রগঞ্জ থানায় নিয়ে যায় তারা। এরপর থেকে শামসুন্নাহার থানায় আটকাবস্থায় রয়েছেন এবং পাঁচ দিনেও তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়নি। এই ব্যাপারে উদ্বীগ্ন হয়ে তাঁর আরেক ছেলে কামাল হোসেন গত ২৮ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। এদিকে চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ হুমায়ন কবির বলেন, সুমনকে ধরতে পুলিশ একাধিকবার অভিযান চালায়। কিন্তু সুমনকে না পেয়ে তাঁর মাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে ছেড়ে দেয়া হবে বলে তিনি জানান।[৩৬]

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩০. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে ৩ জন সাংবাদিক আহত, ১ জন লাঞ্ছিত, ১ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

৩১. বর্তমান সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে। রাষ্ট্রীয় টিভি বিটিভিতে শুধুমাত্র সরকারী ও সরকার দলীয় খবরা খবরই পরিবেশিত হয়। বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও ১৩টি বেসরকারি ইলেক্ট্রনিক চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছে, যেগুলোর মালিকরা সবাই সরকারের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তি। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের অতিসংঘাতমূলক পরিস্থিতিতে সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং এর ফলে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হচ্ছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় দৈনিকগুলোর সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সংক্রান্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সভার প্রস্তাবের বিবরণে বলা হয় যে, সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদপত্র ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমের পক্ষে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। একদিকে রাজনৈতিক কর্মসূচীর নামে দায়িত্বরত সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটছে,

[৩৩] নয়াদিগন্ত, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[৩৪] মানবজমিন, ১৮ জানুয়ারি ২০১৫
[৩৫] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[৩৬] মানবজমিন, ১ মার্চ ২০১৫

অন্যদিকে সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা চলছে। সরকার ও প্রশাসন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনায় বাধার সৃষ্টি করছে। সংসদে সম্পাদক ও প্রকাশকদের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক বক্তব্য দেয়া হয়েছে, যা তাঁদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ। ইতিমধ্যে একাধিক সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী করা হচ্ছে। এছাড়াও একাধিক টিভি চ্যানেলের মালিকদের গ্রেফতার করে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। টিভি টকশোয় নানাভাবে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে কিছু টকশো বন্ধ করা হয়েছে। টকশোর অতিথি তালিকা নির্দিষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। লাইভ অনুষ্ঠান প্রচার নিয়ে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। কি প্রচার হবে আর কি হবে না, তা নিয়ে টেলিফোনে নির্দেশনাও স্বাধীন মতপ্রকাশের ওপর হস্তক্ষেপ।[৩৭] এছাড়াও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা অব্যাহত আছে। এই সব হামলার ঘটনাগুলোর সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জড়িত থাকার ব্যাপারে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৩২. গত ৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর আনুমানিক ১২টায় ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক নবচিত্র পত্রিকা অফিসে কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ইসরাইল হোসেন ও যুবলীগ নেতা নোমানীর নেতৃত্বে ৪৫/৫০ জন প্রবেশ করেন। এই সময় তাঁরা জানতে চান নবচিত্র পত্রিকায় বিএনপি জামায়াতের খবর বেশি আর আওয়ামী লীগের খবর কম কেন ছাপা হয়? তাঁরা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক শহিদুল ইসলামকে খুঁজতে থাকেন এবং অফিসের চেয়ার ও টেবিল ভাংচুর করেন। এক পর্যায়ে তাঁরা প্রধান সম্পাদককে গালিগালাজ ও তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে অফিসের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেন। হামলার সময় পত্রিকার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রাণ ভয়ে অফিস থেকে চলে যান। দৈনিক নবচিত্রের প্রধান সম্পাদক শহিদুল ইসলাম জানান, হামলার সময় তিনি অফিসে ছিলেন না। হামলাকারীরা ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ) আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারের সমর্থক।[৩৮]

ব্লগার অভিজিৎ রায়কে কুপিয়ে হত্যা

৩৩. গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক পৌনে ৯ টায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ব্লগার অভিজিৎ রায় (৪২) ও তাঁর স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যা (৩৫) বাংলা একাডেমির একুশের বই মেলা থেকে বেরিয়ে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সামনে ফুটপাতে চা খাওয়ার জন্য দাঁড়ালে দুইজন দুবৃর্ত্ত অস্ত্রধারী পুলিশের সামনে তাঁদের ওপর আক্রমণ করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে পালিয়ে যায়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উভয়কে ভর্তি করা হলে রাত আনুমানিক সাড়ে ১০ টায় অভিজিৎ মারা যান। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এই দম্পতির মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাবার কথা ছিলো। যখন হামলার ঘটনা ঘটছিলো তখন একুশের বই মেলার কারণে টিএসসি মোড়ে অনেক মানুষের ভিড় এবং বই মেলার চারপাশ ঘিরে তিন স্তরের পুলিশী নিরাপত্তাবেষ্টনী ছিল। এই রকম কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে তাঁদের ওপর কিভাবে হামলা হলো এবং দুর্বৃত্তরা কী করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রত্যক্ষদর্শী অনেকে বলেছেন, ঘটনাস্থলে এবং এর আশপাশে অস্ত্র হাতে পুলিশ সদস্যরা থাকলেও তাঁরা ছিলেন নীরব দর্শকের ভূমিকায়। হামলাকারীদের ধাওয়াও করেননি তাঁরা। পুলিশ জানায় 'আনসার বাংলা-৭' নামের একটি ইসলাম পন্থী জঙ্গী সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার করে টুইট করেছে।[৩৯]

৩৪. দেশের বর্তমান সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূলে রয়েছে বিএনপি'র নেতৃত্তাধীন ২০ দলীয় জোট ও নাগরিক সমাজের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে এবং জনগণের সম্মতি ছাড়াই ২০১১ সালে একতরফাভাবে সংবিধান সংশোধন করে পঞ্চদশ সংশোধনী যুক্ত করা এবং এর ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালে ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। বর্তমান

[৩৭] প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারি

[৩৮] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৯] প্রথম আলো ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সরকার দেশের এই সংকটকে রাজনৈতিক সংকট হিসেবে স্বীকার না করে এবং তা সমাধানের পথে না গিয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতালম্বীদের ওপর গুলি, বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম ও গণগ্রেফতার চালাচ্ছে। এছাড়া বিরোধীদলের ডাকা লাগাতার হরতাল, অবরোধ চলাকালে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ, ককটেল বিস্ফোরণ ও ভাংচুরে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটছে এবং সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। সরকার গণগ্রেফতার অব্যাহত রেখে কারাগারগুলোতে অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ফলে ব্যাপকহারে বন্দীদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মামলা দায়ের এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৩৫. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ৫ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে ৪ জনকে গুলি করে ও ১ জনকে নির্যাতনে হত্যা করা হয়েছে। এই মাসে মোট ৭ জন বিএসএফ এর হাতে আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ৫ জন গুলিতে, ১ জন নির্যাতনে এবং ১ জন ছুরিকাঘাতে আহত হন। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ৯ জন বাংলাদেশী।

৩৬. ২০১৪ সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ৩৫ জন নিরস্ত্র বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করে। ২০১৫ সালেও এই ধারা অব্যাহত আছে।

৩৭. দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে, তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করছে ও অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং তা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ।

৩৮. গত ২ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার বিনাইল ইউনিয়নের চাপড়া সীমান্তের ২৯৫ মেইন পিলারের কাছে ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের জমিতে ধানের চারা রোপন করছিলেন এক দল ক্ষেতমজুর। সকাল আনুমানিক ১০ টায় তাঁরা খাবার খাওয়ার জন্য কাজ রেখে উঠে আসেন এবং ক্ষেতের পাশে একটি পুকুরে হাত-মুখ ধুতে যান। এই সময় বিএসএফের একদল সদস্য রাইফেল তাক করে ক্ষেতমজুরদের দিকে। এই সময় নজরুল নামে একজন ক্ষেতমজুর বিএসএফ সদস্যদের তাঁদের দিকে ছুটে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে বিএসএফের এক সদস্য তাঁর বুকে গুলি ছুঁড়লে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই নজরুলের মৃত্যু হয় এবং সাহাজুল নামে আরেক ক্ষেতমজুর গুলিবিদ্ধ হন। বাংলাদেশের অন্তত ৫০ গজ ভেতরে নয়াপুকুর পাড়ে এই হামলা চালায় বিএসএফ।[৪০]

৩৯. ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুরের জলুলী সীমান্তে আমিনুর (৩৫) ও ফয়েজুর রহমান (৩২) নামে দুই বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। গত ১১ ফেব্রুয়ারি ভোরে তাঁরা বাংলাদেশের সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করলে তাঁদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বিজিবি ২৬ ব্যাটালিয়নের পরিচালক লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীর হোসেন *অধিকারকে* জানান, গত ১১ ফেব্রুয়ারি ভোরে মহেশপুর উপজেলার

[৪০] প্রথম অলো, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

জলুলী সীমান্ত দিয়ে কয়েকজন গরু ব্যবসায়ী ভারতীয় ভূখন্ডে প্রবেশ করে। এই সময় বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের গুলি করলে আমিনুর ও ফয়েজ ঘটনাস্থলেই নিহত হন।[৪১]

৪০. *অধিকার* মনে করে বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমাল রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম দেশ কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৪১. ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৭ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৪২. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৪৩. ফেব্রুয়ারি মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ধর্ষণ, যৌতুক সহিংসতা, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন।

যৌন হয়রানী

৪৪. ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ৮ জন নারী ও শিশু যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন; এর মধ্যে ১ জন তরুণী আত্মহত্যা করেছেন এবং ১ জন নারী বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন।

৪৫. গত ৫ ফেব্রুয়ারি পটুয়াখালী জেলার বাউফলে কর্মস্থল থেকে বোনের বাড়িতে যাওয়ার পথে স্থানীয় একটি ক্লিনিকের এক শিক্ষানবিস সেবিকাকে মন্তোষ কুলুসহ ৪/৫ জন বখাটে উত্তক্ত করে এবং তাঁকেসহ তাঁর ভগ্নিপতিকে জড়িয়ে অশ্লীল মন্তব্য করে। এর ফলে অপমানিত হয়ে ওই তরুনী বাড়ি ফিরে গিয়ে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এরপর তাঁকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৪২]

যৌতুক সহিংসতা

৪৬. ফেব্রুয়ারি মাসে ১৫ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ১৪ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ১ জন শারীরিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৪৭. গত ৪ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের মুন্সিপাড়া এলাকায় যৌতুকের জন্য রুবা (৩৫) নামে এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী আলম শ্বাসরোধ করে হত্যা করে সেপ্টিক ট্যাংকে ফেলে দেয়। পুলিশ রুবার মৃতদেহ সেপ্টিক ট্যাংক থেকে উদ্ধার করে।[৪৩]

ধর্ষণ

৪৮. ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ৩৯ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৫ জন নারী ও ২৪ জন মেয়ে শিশু। ঐ ১৫ জন নারীর মধ্যে ১০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৩ জনকে

[৪১] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৪২] যুগান্তর, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[৪৩] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাঁওয়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ২৪ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে ৯ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৪৯. নারায়ণগঞ্জ জেলার কোতালেরবাগ এলাকায় জোসনা বেগম (৩৮) নামে এক গৃহবধুকে গণধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। পরে লাশ গুমের সময় সানোয়ার (৩৫) ও রাজন (৩৫) নামে দুই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। আটককৃত ব্যক্তি দুজনেই কোতালেরবাগ এলাকায় বসবাস করে। নিহত জোসনা বেগম ফতুল্লার ইব্রাহীম মোল্লার স্ত্রী। ফতুল্লা মডেল থানার এস আই জাহাঙ্গীর আলম পরিবারের সদস্যদের উদ্বৃতি দিয়ে *অধিকারকে* জানান, গত ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে পাওনা টাকা ফেরত দিতে বাড়ি থেকে বের হন জোসনা। ১২ ফেব্রুয়ারি সকালে কোতালেরবাগ এলাকার রজব আলীর বাড়ি থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় জোসনা বেগমের লাশ উদ্ধার করা হয়। ইতিমধ্যে আটককৃত সানোয়ার ও রাজন (৩৫) স্বীকার করেছে যে, তারা ৩ জন মিলে জোসনা বেগমকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। পরে জোসনার লাশ গোপন করার জন্য বস্তাবন্দি করা হয়।[৪৪]

৫০. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিকটিম ও স্বাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের দায়মুক্তি, নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

৫১. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[৪৫] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৫২. গত ৮ ফেব্রুয়ারি নওগাঁ জেলার সাপাহারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যাঙ্গাত্মক ছবি মোবাইল ফোন মেমরিতে লোড করার অভিযোগে মিলন চৌধুরী মার্কেটের মাজিবুর টেলিকমে অভিযান চালিয়ে রুবেল হোসেন (২২) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ মাজিবুর টেলিকমের মালিক সোহেল রানা মাজিবুর ও রুবেল হোসেনকে আসামী করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে একটি মামলা দায়ের করেছে।[৪৬] গত ২০ ফেব্রুয়ারী ১৭ বছর বয়সী এসএসসি পরীক্ষার্থী রিফাত আব্দুল্লাহ খানকে পরীক্ষা দিয়ে বের হবার পর পুলিশ তুলে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে একই আইনে গ্রেফতার দেখায়। তাকে ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডেও নেয়া হয়নি।[৪৭]

৫৩. *অধিকার* অবিলম্বে এই নিবর্তনমূলক আইন বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

---

[৪৪] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়নগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪৫] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৪৬] নয়াদিগন্ত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

[৪৭] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এই রিপোর্টের 'আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ' পড়ুন

অধিকার এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান

৫৪.গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ থেকে *অধিকার এর* ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চরম আকার ধারন করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবেদন প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় দায়েরকৃত নিবর্তনমূলক মামলা এখনও বলবৎ রয়েছে। *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারী সহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে *অধিকার* এর সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৫৫.একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার* তথা সমস্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যবৃন্দের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

পরিসংখ্যান: ১-২৮ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৫*				
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড**	ক্রসফায়ার	১২	৩০	৪২
	গুলিতে নিহত	৫	৪	৯
	পিটিয়ে হত্যা	১	০	১
	শ্বাসরোধে হত্যা	০	১	১
	অন্যান্য	০	২	২
	মোট	১৮	৩৭	৫৫
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	১৬	১৮
গুম		১৪	৭	২১
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	৫	৭
	বাংলাদেশী আহত	১১	৭	১৮
	বাংলাদেশী অপহৃত	৪	৯	১৩
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৬	৩	৯
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	২
	লাঞ্ছিত	২	১	৩
	গ্রেফতার	২	০	২
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৪৮	৩৮	৮৬
	আহত	১৯৪৭	৭১৪	২৬৬১
যৌতুক সহিংসতা		১৩	১৫	২৮
ধর্ষণ		৩১	৩৯	৭০
যৌন হয়রানীর শিকার		১৯	৮	২৭
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১২	৭	১৯

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

সুপারিশসমূহ

১. ৫ জানুয়ারি ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জোর করে ক্ষমতায় থাকাই বর্তমান সংকটের কারণ। যে কারণে সরকারের বৈধতা নিয়ে দেশে বিদেশে সাংবিধানিক ও নৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এর আশু মীমাংসার জন্য অবিলম্বে একটি স্বচ্ছ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। চলমান রাজনৈতিক সংকট ইতিমধ্যেই ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দেশে আরো ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে সহিংসতা ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে এবং সহিংসতার দায় একে অপরের ওপর চাপানোর সংস্কৃতি বন্ধ করে প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেফতার ও শাস্তি দিতে হবে।

২. বিবদামান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে হরতাল ও অবরোধ চলাকালে পেট্রোল বোমা হামলা নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সাধারণ দরিদ্র নাগরিকরাই মূলত এই সমস্ত হামলার শিকার হচ্ছেন। যার কারণে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং অনেকেই চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন। *অধিকার* এই হামলাগুলোর সঙ্গে জড়িতদের বিচার দাবী করছে।

৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা বন্ধ করতে হবে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৪. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৫. শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৬. গণগ্রেফতার ও কারাগারে মানবাধিকার লংঘন বন্ধ করতে হবে। মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানসহ[৪৮] রাজনৈতিক কারণে আটককৃত সবাইকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। ব্লগার অভিজিৎ রায়ের হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।

৭. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

[৪৮] মাহমুদুর রহমান ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কারাগারে আটক রয়েছেন

৯. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১০. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানী করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।